

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে অনেক অনেক সুরক্ষিত করতে হবে, কেননা সঙ্গদোষে এলেই উল্টো (ভুল) কাজ হয়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়"

*প্রশ্নঃ - কোন স্বভাবের আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজের অবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো?

*উত্তরঃ - যদি কোনো ভুলও হয়ে যায়, বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়ারও বিশিষ্টতা থাকা চাই। বাবাকে বলা উচিত, আই অ্যাম সারি। এতে সামান্যতমও দেহ - ভাব যেন না আসে, এতে অবস্থার উন্নতি হবে। চড়তি কলার আধার হলো - বাবার প্রতি স্বচ্ছ হৃদয়। কখনোই নিজেকে আমি সব জানি (মিঞা মিটঠু) মনে করবে না। ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে কেননা এখানো কেউই পরিপূর্ণ হয়নি।

*গীতঃ- আমাদের সেই দিশায় চলতে হবে...

ওম্ শান্তি। কিছু তো বলতেই হয়, সেই হিসাবে "ওম্ শান্তি" বলা ভালো। আত্মাকে নিজের প্রকৃত স্বধর্মের কথা বলতেই হয়। বাবাও বলেন যে, আমি শান্ত। শান্তির দেশে থাকি। তোমরাও প্রকৃতপক্ষে আত্মা। তোমাদের স্বধর্মও শান্ত। সমস্ত দুনিয়া শান্তি শান্তি করছে, কিন্তু শান্তি কাকে বলা হয়, এ কথা কেউই জানে না। তারা মনে করে, এই লড়াই - ঝগড়া যা চলছে, তা যেন শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে শান্তি তো কোনো কাজেরই নয়। ঘরে স্ত্রী - পুরুষ থাকে, কেউ ঝগড়া করে, কেউ আবার ঝগড়া করে না। এখন এ কি কোনো শান্তি হলো? শান্তি হলো অন্য জিনিস। শান্তি তো আত্মার স্বধর্ম। এমনিতে বাবার স্বধর্মও হলো শান্ত। আত্মাদের বাবা কে? পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর ধর্ম কি? তাঁর ধর্মও হলো শান্ত। পরমপিতা পরমাত্মা শান্তির দেশে থাকেন। আমরাও সেই শান্তির দেশে থাকি। কেউ এলেই তাকে বলা - তোমাদের স্বধর্ম তো শান্ত। তোমরা প্রকৃতপক্ষে সেখানকার বাসিন্দা, তোমরা এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। শরীরের দ্বারা এই ভূমিকা পালন তো করতেই হবে। বাস্তবে, শান্তির জন্য জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই। আত্মা তার নিজের স্বধর্ম জানে। আত্মা যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন রাত্রে অশরীরী হয়ে শান্ত হয়ে যায়। রাত্রে কতো স্নান পরিবেশ থাকে। সকাল হলেই আওয়াজ শুরু হয়ে যায়। এ হলো হৃদের রাত আর দিন। এখন তো হলো বেহৃদের দিন আর রাত। আত্মা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে শান্ত হয়ে যায়, তাই বলে যে এখন শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। বাবাও বলেন, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। সুখধামে বসে খোড়াই স্মরণ করা হয়। স্মরণ করা হয় দুঃখধামে, অশান্তিধামে। তাই বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, এরপর তোমাদের জন্য শান্তিও থাকবে আর সুখও থাকবে।

বাবা বলেন, আমি হলাম পান্ডা, আমি তোমাদেরকে প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যেতে এসেছি। শান্তিধামের পান্ডা একজনই হয়, তাঁর অনেক সন্তান তৈরী হয়। একজনকে দিয়ে তো আর কাজ হবে না। কতো বড় সেনা। সকলের মুখ শান্তিধামের দিকে। সে হলো অনেক দূরের ধাম। বদ্রীনাথ, অমরনাথের যাত্রা দূরের কিছু নয়। এখানে যাওয়া তো খুবই সহজ। আচ্ছা বলা, মূল বতন, সুক্ষ্ম বতনে যাওয়া সহজ নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া সহজ? সুক্ষ্ম বতন, মূল বতন কাছে নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথ কাছাকাছি? দেখতে গেলে তো মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন অনেক দূর কিন্তু সেখানে যেতে দেবী লাগে না, এক সেকেন্ডের কথা। তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করো। ওই শরীরের যাত্রা তো নতুন কোনো কথা নয়। অর্ধেক কল্প ওই যাত্রা করে এসেছো। এই আত্মিক যাত্রা তোমাদের একমাত্র বাবা এসেই করান। তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা। তোমাদের তো রাস্তা বলে দিতে হবে। তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাও, এই দেবী - দেবতারা কবে রাজত্ব করতেন, এঁদের এমন পূজ্য কে বানিয়েছিলেন? তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য ছিলাম, আবার পূজারী হয়েছি। তাহলে পূজারীর দরজা তো কম হলো। পূজ্য হলো উঁচু। বাবা পূজ্য বানান। তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো, এখন এই পূজো ছেড়ে আবার পূজ্য হতে হবে। মায়ারও অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়। অন্য যাত্রায় যেতে অথবা মন্দিরে, অন্য সংসঙ্গে যেতে কেউ বাঁধা দেয় না। এখানে পূজারী থেকে পূজ্য হতে মায়া কতো হয়রান করে। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যেতে থাকে। অনেকেই কামের গর্তে পড়ে যায়। বাবা বলেন, নোংরা বস্ত্র হয়ো না। এর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। সবথেকে খারাপ হলো কাম চিতায় বসা, বিষয় সাগরে ধাক্কা খাওয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু, তাই কখনোই বিকারে যাওয়ার সঙ্কল্পও করো না, এতেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়। এমন ভেবো না যে, এখানে যারাই আসে, তাদের বুদ্ধি থেকে বিষ দূর হয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও আছে, যাদের একে অপরকে দেখলে ভিতরে

তুফান চলে খারাপ হওয়ার জন্য। বাবা বলেন যে, কখনোই খারাপ হয়ো না, কারোর পিছু নিও না। কখনো বিকারে যাওয়ার পুরুষার্থ করো না। বাবা তোমাদের এর থেকে বাঁচাতে থাকেন। নিজেকে রক্ষা করার আবার বিকারে পড়ে যাওয়ার কতো যুদ্ধ চলতে থাকে। মায়া কতো ঝড় তোলে। কতো ভালো, বিশ্বাসী, আঞ্জোকারী, সেবা পরায়ণ বাচ্চা ছিলো, মায়া এমন থাপ্পড় মারলো যে একদম শেষ হয়ে গেলো, মৃত্যুতুল্য হয়ে গেলো, এও ড্রামা। মায়া তোমাদের খারাপ করে দেয়। অর্ধেক কল্প মায়া তোমাদেরকে দুঃখ দেয়, বাবা নয়। মানুষ অকারণেই দোষ ধরে যে ঈশ্বরই দুঃখ এবং সুখ দেয়। মানুষ ঈশ্বরকে কিন্তু বাবা মনে করে না। পরমাত্মা কিভাবে কাকে দুঃখ দেবেন? পরমাত্মাই যদি দুঃখ দেন তাহলে মানুষ তো একে অপরকে অনেক বেশী দুঃখ দেবে। বাবা বোঝান যে, তোমরাই নিজেদের জন্য এমন কর্ম তৈরী করো। সঙ্গদোষে গিয়েও উল্টো কর্ম করে ফেলো। বাবাকে ভুলে যাও। এ তো সাধারণ হয়ে গেলো, তাই না। তো বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা তো ভালো শিক্ষাই দেবেন কিন্তু বাচ্চারা তা ভুলে যায়। বাবা বোঝান যে, যোগই সম্পূর্ণ হয় নি। এমন মনে করো না যে ভাষণ দিলেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পণ্ডিতের এক গল্প ছিলো - অন্যদের বলতো রাম - রাম বললেই নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু নিজেই পার হতে পারলো না। বললো, নৌকা নিয়ে আসো তবে যেতে পারবো। যা নিজে বলতো, তাই করতে পারলো না। কেবল বললেই হবে না করতে হবে। বলা, করা আর থাকা সব যেন এক হয়, তাই বাবাকে ভুলে যেও না। বাবা তোমাদেরকে নির্ভুল করেন। বাবা বলেন যে, যে কোনো ভুল হয়ে গেলে, বাবার কাছে এসে মাফ চাও - আমি দুঃখিত। মনে করো, শিববাবা বলছেন, এ তোমাদের ভুল। আচ্ছা, বাবা আমরা ক্ষমা চাইছি। ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও এমন স্বভাব থাকে না। এতো বড় ভুল করলে, মাফ তো চাও। নিজেদের অনেক চালাক মনে করে। পাপ করলে ক্ষমা চাওয়া উচিত। না হলে এর বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবার সঙ্গে খুব সুন্দর বুদ্ধিযোগ রাখা চাই। ভাষণ তো খুব সুন্দর করে কিন্তু কেউই এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অন্ত পর্যন্ত পড়তে আর সামলাতে থাকবে। মানুষ বলে - বাবা, আমার এই ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করুন। হে দয়ালু, ক্ষমা করুন। ভক্তিমার্গে মানুষ সারাদিন ক্ষমা - ক্ষমা করতে থাকে। বাবাকে বলে, ক্ষমা করো। ধর্মরাজকে দিয়ে দণ্ড দিও না। এইজন্য খুব সাবধান থাকা দরকার। এমন ভেবো না যে, আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি, তা নয়। অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা অশুদ্ধ স্বপ্ন অনেক আসে। বাবার স্মরণই স্থির হয় না। তোমরা চালাকি করো না। অন্তিম সময় ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। এখন তো গ্রহণ লেগেছে। তোমাদের সেই অবস্থা আসবে। এখানে বসে বসে উড়তে থাকবে। আত্মার টান অনুভব হয়, কেননা কল্পের পরিশ্রান্ত, তাই শীঘ্রতা আসে যে, শীঘ্রই যাবো কিন্তু যোগ্য তো হতে হবে। কেউ তো এখানেই ঘুরতে - ফিরতে, গয়নাগাটি ইত্যাদি পরে খুশী হয়ে যায়, আবার দুঃখী হয়ে যায় তখন বলে - আমরা অকারণেই বাবাকে ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, আবার সাহস করো, কিছু তো শেখো। অপকারীদের প্রতিও উপকার করতে হবে। আবার এমনও নয় যে আরো মাথা খারাপ করে দিলে। মায়া ফেলে দেয় আর বাবা তুলে ধরেন। লক্ষ্য হলো উঁচু আর এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের যাত্রা। পুরুষার্থ করতে সময় লাগে। লক্ষ্য তো খুবই সহজ। এক সেকেণ্ডেই তোমরা জীবনমুক্তির অধিকারী হয়ে যাও। একবার বাবা বলে আবার কেন ভুলে যাও? খুব ভালো - ভালো বাচ্চারাও ভুলে যায়। তখন আরো ডিস্ সার্ভিস হয়ে যায়। সার্ভিসও যেমন গুপ্ত, ডিস্ সার্ভিসও তেমন গুপ্ত। দুনিয়া কি জানবে? কারোর মধ্যে কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে বা অশুদ্ধ সোল প্রবেশ করলে সেও ক্ষতি করে দেয়। মায়াবী সোল প্রবেশ করে নেয়। যদিও তোমাদের জ্ঞান আছে তবুও কেউই এখন পরিপূর্ণ নয়। কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে তাই ভয় থাকা উচিত। আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রীমতে যদি না চলো, কোনো ব্রষ্ট কাজ করলে পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে আর সাজাও অনেক থাকে। এখানে খুব কড়া কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তাই কর্মাতীত অবস্থার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বাবার সাথে খুবই স্বচ্ছ থাকতে হবে। সকলেরই কানেকশন শিববাবার সাথে। সব সেন্টারই শিববাবার। তোমাদের সেন্টার আবার কোথা থেকে এলো? তোমরা হলে শিববাবার। এই বিশ্ববিদ্যালয় তো বাবার। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই সেন্টার আমার - এমন খেয়াল এসেছে কি মরেছে। এমন আমার আমার করতে করতে কতো নেমে যায়। সবকিছুই তো শিববাবার। তোমরা বলো যে - এই তন - মন - ধন সবই আপনার। তখন বাবাও বলেন - স্বর্গের রাজস্ব সব তোমাদের। তোমরা কতো যৌতুক পাও। তোমরা কি দাও? মৃত্যুর পূর্বে যেমন ডোমকে (করণীঘোরকে) দিয়ে দেওয়া হয়। বেঁচে থেকে দান করে যায়। দেখে যে - কোনো আশা নেই, তখন দান - পুণ্য করায়। বাবাও বলেন যে - বাচ্চারা, বেঁচে থেকেই করে যাও, এ তো পুরানো শরীর। তোমরা আত্মারা হলে আমার। এই শরীর এখন ভূমিকা পালন করতে করতে পুরানো হয়ে গেছে। এখন তোমরা আবার আমার হও, তাহলে তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই শুদ্ধ হবে। দুইই একত্রে স্বচ্ছ হতে থাকে। আত্মা যা অপবিত্র হয়েছে, তাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। আমার সাথে যোগ লাগালে তা শুদ্ধ হবে। যোগ রাখলে চড়তি কলা হবে, যোগ না রাখলে কলা কম হয়ে যাবে। সেবার শখ থাকা উচিত। জিপ্তেস করা উচিত নয় যে, আমি কি সেবায় যাবো? বাবা মনে করবেন যে, তাহলে শখ নেই। মন - বচন এবং কর্মে সেবার শখ থাকা চাই। মনের দ্বারা না পারলে বাণী বা কর্মের কোনো না কোনো সেবায় লেগে যাওয়া উচিত, তাহলে তার পরিবর্তে তোমরা কিছু পাবে। নিজে থেকে যে

করে, সে হলো দেবতা, বললে করে, সে হলো মানুষ আর বললেও যে করে না, সে কোনো কাজের নয়। যত সেবা করবে, ততই ফল পাবে।

শিববাবা জিজ্ঞেস করেন - বাচ্চারা, আমার কি হাত আছে? এই শরীরে তো শিববাবা বসে আছেন। চিঠি তো লেখে। ষাঁড়ের উপরে থোড়াই সারাদিন বসে থাকবেন। ষাঁড় যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার চোখে জল এসে যায়। এখানে তো চোখে জল আসার কোনো কথাই নেই। এনার তো সেবা করতেই হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, আমাকে স্মরণ করো। এ কথা শিববাবাই বলেন, এনার আত্মাও তা শোনেন। এ তো সম্পূর্ণ সহজ। অসীম জগতের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাবা আসেন স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের বিনাশ করাতে। মহাভারতের যুদ্ধও সামনেই। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরাও আছে। তোমরা জানো যে, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বাবা এখন নিতে এসেছেন। আমাদের মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে। বাবাকে স্মরণ না করলে মহারাজা - মহারাণী হতে পারবে না। এ তো রাজযোগ নাকি প্রজাযোগ। যোগ সম্পূর্ণ লাগাও না, তাই প্রজাতে চলে যাও। তোমরা বলো -- বাবা আমরা সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো। তাহলে সেবার শখ থাকা চাই। তোমরা লিখে জিজ্ঞেস করতে পারো -- এই সময় আমাদের যদি দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি হবো? পরিপূর্ণ তো অন্তিম সময়ে হবো। এখন তোমরা অপূর্ণ। নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করতে হবে - আমরা বাবার সেবায় কতটা আছি? আমরা কতটা আঞ্জোকারী আর কতটা বিশ্বাসী? সেবার জন্য আমরা কতটা ছটফট করি যে, কাউকে গিয়ে জীবনদান করি? বেচারি খুবই দুঃখী। এই একজনই সন্ন্যাসী - যিনি শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। ওই গুরুরা নিজেদের জগৎ পিতা, জগৎ শিক্ষক বলতে পারে না, কেবল জগৎ গুরু বলেন। এই জগতের বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই। তোমরা জানো যে, বাবা যখন এসেছেন, তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। দেহ - ভাব থাকা ভালো নয়। দেহী - অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের শরীর নিরোগী হয়ে যাবে। ওখানে তো পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পদ আছে। সেখানে অগাধ সম্পদ রয়েছে। এখানে তো দেখো পেটের জন্য কতো মহামারী। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সত্যিকারের যাত্রা করতে হবে আর করাতে হবে। বুদ্ধিযোগের অনেক অনেক সুরক্ষা করতে হবে। নিজের উপরে খুব নজর রাখতে হবে।

২) বাবার সাথে সৎ/স্বচ্ছ থাকতে হবে। কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বেঁচে থাকতে থাকতেই সবকিছু বাবাকে দিয়ে সফল করে নিতে হবে।

বরদানঃ-

নিজের আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা সেবা করে থাকা নিরন্তর যোগী নিরন্তর সেবাধারী ভব সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি হলাম বাবাকে চিনতে পারা এবং বাবাকে পেয়ে যাওয়া কোটির মধ্যে কয়েকজন আত্মার মধ্যে আমি এক আত্মা। এই খুশীতে যদি থাকো তবে তোমার চেহারা চলন্ত সেবাকেন্দ্রে হয়ে যাবে। তোমার প্রফুল্লিত আনন-এর থেকে সবাই বাবার পরিচয় পেতে থাকবে। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে এই রকমই যোগ্য মনে করেন। সুতরাং চলতে ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করার সময়ও তোমার আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা বাবার পরিচয় দেওয়ার সেবা করতে পারলে সহজেই নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ-

যে অঙ্গদের মতো সদা অচল অটল একরস থাকে, মায়া রূপী শত্রু তাকে নড়াতেই পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;